PRINT

সমকাল

স্কুলগুলোকে বাড়তি ফি ফেরত দিতে চিঠি দিচ্ছে শিক্ষা বোর্ড

সিলেটে এসএসসির ফরম পূরণ

১০ ঘণ্টা আগে

মুকিত রহমানী, সিলেট

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে ফি গ্রহণে বোর্ড চেয়ারম্যানের নির্দেশনা মানেনি অধিকাংশ স্কুল। এ অবস্থায় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়তি ফি নিয়েছে তাদের টাকা ফেরত দিতে চিঠি দিচ্ছে সিলেট শিক্ষা বোর্ড। যারা টাকা ফেরত দেবে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আবদুল কুদ্দুছ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানিয়েছেন, প্রায় ৮০ ভাগ স্কুল কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে অধিক হারে ফি নিয়েছে। তারা জানিয়েছে, বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ফরম পূরণের ফির সঙ্গে বকেয়া বেতন, কোচিং, মডেল টেস্টের নামে বাড়তি কোনো টাকা আদায় করার নিয়ম নেই। এমনকি বকেয়া বেতন নির্বাচনী পরীক্ষার আগে আদায় করার কথা। কিন্তু এমন নির্দেশনা মানা হয়নি। পরীক্ষার ফির সঙ্গে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়েছে। ফলে অনেক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা পড়েছে সমস্যায়। ১৪ নভেম্বর ফরম পূরণের তারিখ শেষ হয়েছে। আগামী ২১ নভেম্বর পর্যন্ত বিলম্ব ফি ১০০ টাকা দিয়ে শিক্ষার্থীরা ফরম পূরণের সুযোগ পাবে। অবশ্য একাধিক স্কুল প্রধান জানিয়েছেন, বাড়তি কোনো ফি তারা নেননি। অনেক শিক্ষার্থীর বকেয়া বেতন ও বিশেষ কোচিং করানো বাবদ আলাদা ফি নেওয়া হয়েছে। নগরীর সাউথ সুরমা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল হক সমকালকে বলেন, আমার স্কুলে এমনও পরীক্ষার্থী রয়েছে, যারা নির্দিষ্ট হারের চেয়ে ৫০০-৭০০ টাকা কম ফি দিয়েছে। আমার স্কুলে বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ফি নেওয়া হয়েছে।

সমকালের অনুসন্ধানে জানা গেছে, সিলেট বিভাগের গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে প্রায় সবক'টি প্রতিষ্ঠানেই এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো স্কুলে নানা খাত দেখিয়ে দ্বিগুণ বা তারও বেশি টাকা আদায় করা হয়। এসব টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো রসিদ দেওয়া হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর ও

সিল ছাড়া টাকা আদায়ের রসিদ দিয়েছে সাদা কাগজে- এমন অভিযোগও করে পরীক্ষার্থীরা।

বিয়ানীবাজারের আছিরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে ফরম পূরণ বাবদ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৪ হাজার ২১৫ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে ৪ হাজার ১২৫ টাকা। অথচ বিজ্ঞান বিভাগের জন্য বোর্ড নির্ধারিত ফি নির্ধারণ করা হয় ১ হাজার ৭৯০ টাকা এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য ১ হাজার ৭০০ টাকা। এ প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শফিউলের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, কিছু শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বকেয়া বেতন ও কোচিং খাতে বাড়তি টাকা নেওয়া হয়েছে।

একই অভিযোগ উঠে নগরীর মঈনুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। ওই স্কুলে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৪ হাজার টাকা করে ফি আদায় করা হয় বলে কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেন। অবশ্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনাজ বেগম দাবি করেন, তারা নির্ধারিত ফি ১৮শ' টাকার ওপরে নিচ্ছেন না। দুই মাসের বিশেষ ক্লাস করানো বাবদ আরও এক হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে।

ছাতক সরকারি বহুমুখী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৪ হাজার ৩৫০ টাকা নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মইনুল হোসেন চৌধুরী জানিয়েছেন, কাচিং এবং নির্বাচনী পরীক্ষার ফি বাবদ দুই হাজার ৫০০ টাকা নেওয়া হয়েছে। এর বাইরে কোনো টাকা নেওয়া হয়নি।

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আবদুল কুদ্দুছ সমকালকে বলেন, অতিরিক্ত ফি না নিতে নির্দেশনা দেওয়া আছে। যারা অতিরিক্ত ফি নিয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে তাদের ফেরত দিতে চিঠি দেব। না দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, কোনো বকেয়া থাকলেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তা আগে নিতে হবে। ফির সঙ্গে নেওয়া যাবে না। কিছু স্কুল অতিরিক্ত ফি নিয়েছে বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। আমরা খোঁজ নিচ্ছি, সত্যতা পাওয়া গেলে প্রথমে চিঠি ও পরে ব্যবস্থা নেব।

© সমকাল 2005 - 2018

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com